জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - সেপ্টেম্বর /০৪

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* লেবানন: ইসরায়েল-হিজবুল-হ সংঘাতের পর জাতিসংঘ বাহিনী মানবিক চাহিদা পুরণে ব্যস্ত
* পরমাণু সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জাতিসংঘ পরমাণু সংস্থার অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার আহবান
* থাইল্যান্ডের অভ্যুত্থানের নেতাদের প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের মৌলিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহবান
* জাতিসংঘ সংস্কার কাজ অব্যাহত রাখতে ৭৭ জাতি গ্রুপকে আনানের আহ্বান

লেবানন: ইসরায়েল-হিজবুল-হ সংঘাতের পর জাতিসংঘ বাহিনী মানবিক চাহিদা পুরণে ব্যস্ত

২৭ সেপ্টেম্বর- দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘের নতুন শক্তিশালী শান্তিরক্ষী বাহিনী মানবিক সহায়তার কাজ করছে, যদিও এটি তাদের প্রধান কাজ নয়। তারা রাস্তাঘাট পরিস্কার করছে, অসুস্থদের চিকিৎসা করছে এবং পানি বিতরণ করছে। অনেক ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী নিজেরাই বাড়তি খরচ বহন করছে।

ইসরায়েল ও হিজবুল-হ্‌র মধ্যকার ৩৪ দিনের যুদ্ধের অবসান তত্ত্বাবধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ
প্রস্তাব ১৭১৭ এর অধীনে ১৪ আগস্ট এ বাহিনী বর্ধিত ম্যান্ডেট গ্রহণের পর থেকে লেবাননে জাতিসংঘ অন্তবর্তীকালীন বাহিনী (ইউনিফিল) এ পর্যন্ত হাজার হাজার মিটার রাস্তা পরিস্কার করেছে, ৩,৫০০ অবিস্ফোরিত বোমা ধ্বংস করেছে, প্রায় ১৭ লক্ষ লিটার পানি বিতরণ করেছে এবং ৩০০০-এরও অধিক বেসামরিক জনগণকে স্বাস্থ্য ও দন্ত চিকিৎসা প্রদান করেছেন।

বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল অ্যালাইন লেনেগ্রিনি বলেন, মানবিক সহায়তা ইউনিফিলের প্রধান কাজ নয় এবং এ ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সম্পদও আমাদের নেই। কিন্তু দক্ষিণ লেবাননের মানুষ এ ধরনের সাহায্যের জন্য অনেকাংশেই আমাদের ওপর নির্ভর করছে। তাই ইউনিফিল মানুষের প্রয়োজন পুরণে সর্বকিছুই করছে।

মেজর আচার্য মমতা ভারতীয় বাহিনীর মেডিকেল অফিসার এবং তিনি দক্ষিণ লেবাননের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত ২০টি স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। তিনি বলেন, আমরা সকল ধরনের রোগের চিকিৎসা করছি। এখানে অনেকের জন্যই মেডিকেল চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং তাই তারা অনেক সময় ইউনিফিলের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে।

ইউনিফিল পশুচিকিৎসা সেবাও প্রদান করছে। লেফটেনেন্ট কর্নেল প্যারাসোনালি বাপু বলেন, যুদ্ধের সময় অনেক কৃষকই তাদের গবাদি পশুকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। সেসব পশু বেঁচে রয়েছে তারা বিভিন্ন রোগব্যাধি ও জখমের কারণে ভুগছে। মানুষের জীবিকা এসব পশুর ওপর নির্ভর করছে তাই ইউনিফিল বিনামুল্যে সহায়তা প্রদান করছে।

মেজর জেনারেল পেলেগ্রিনি জোর দিয়ে বলেন, আমরা আমাদের মানবিক সহায়তার কাজ চালিয়ে যাব এবং দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের শিকার এ অঞ্চলে আমাদের সহায়তা কতটা গুরুত্বপুর্ণ তা বোঝাতে এ নতুন সৈন্যবাহিনীর সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত রয়েছি।

এ বাহিনী প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রথম গতকাল নাকোরায় ইউনিফিলের ঘাঁটিতে লেবাননের প্রতিনিধি দলকে বহনকারী লেবানন সামরিক বাহিনীর (এল.এ.এফ.) একটি হেলিকপ্টার অবতরণ করল। এ প্রতিনিধি দল বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল অ্যালাইন পেলেগ্রিনির সাথে সাক্ষাৎ করবে।

পরমাণু সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জাতিসংঘ পরমাণু সংস্থার অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার আহবান

২৬ সেপ্টেম্বর- জাতিসংঘের পারমাণবিক বিষয় তদারকি সংস্থা পরমাণু ও তেজস্ক্রিয় সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করতে সব সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার প্রদানের আহবান জানায়।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আই.এ.ই.এ.) সাধারণ সম্মেলনে পাস হওয়া এক প্রস্তাবে এ আহবান জানান হয়। এতে পরমাণু নিরাপত্তা তহবিলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানেরও আহবান জানান হয়। গত সপ্তাহে সমাপ্ত এ সম্মেলনে প্রায় ১০০টির অধিক সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে।

"পরমাণু নিরাপত্তা- পরমাণু সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে পদক্ষেপ" বিষয়ক প্রস্তাবে অবৈধ পাচার বন্ধে বাস্তব নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারসহ অন্যান্য ক্ষতিকর কাজ ও পরমাণু সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

নিষিদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরমাণু দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধে অন্যান্য প্রস্তাবে পরমাণু বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) রক্ষাকবচসমূহকে শক্তিশালী করা, উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য পরমাণু প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শক্তি উৎপাদন থেকে ক্যান্সারের চিকিৎসা ও ম্যালেরিয়া সংক্রামক মশা নিরোধনে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের আহবান জানান হয়।

সম্মেলনে ২০০২ সালে এনপিটি থেকে সরে আসা উত্তর কোরিয়ার প্রতি আই.এ.ই.এ-এর রক্ষাকবচের পুর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়নে অতিসত্বর সহযোগিতা করার আহবান জানান হয়। প্রস্তাবে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার পরমাণু সমস্যার শান্তিপুর্ণ সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে কোরিয় উপদ্বীপকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত রাখা যায় এবং উক্ত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা যায়।

অন্য আরেকটি প্রস্তাবে আই.এ.ই.এ. মহাপরিচালক মোহাম্মদ এল বারাদি পরমাণু কার্যক্রম বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ রক্ষাকবচের অতিসত্বর বাস্ত বায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান। এটি উক্ত অঞ্চলে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠার একটি অবশ্যকীয় পদক্ষেপ।

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ ২০০৫-২০০৭-এ দু'বছরের জন্য জাপানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইরোকিয়া আমানোর স্থলে চেয়ারম্যান হিসেবে স্লোভেনিয়ার আবাসিক প্রতিনিধি আরনেস্ট পেট্রিককে নির্বাচিত করে।

থাইল্যান্ডের অভ্যুত্থানের নেতাদের প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের মৌলিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহবান

২৫ সেপ্টেম্বর- গত সপ্তাহের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থাইল্যান্ডে সমবেত হওয়ার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ মৌলিক মানবাধিকারের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের প্রধান কর্মকর্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তিনি দেশটির নতুন নেতৃবৃন্দের প্রতি মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার এবং ভেঙ্গে দেওয়া অধিকার বিষয়ক সংস্থাগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহবান জানান।

জোরপুর্বক ও অসাংবিধানিকভাবে থাইল্যান্ডের স্বাধীনভাবে নির্বাচিত সরকারের উৎখাত, সামরিক আইন বলবত করা, ১৯৯৭ সালের সংবিধান বাতিল করা, সংসদ ও মন্ত্রী পরিষদ এবং সাংবিধানিক আদালত ভেঙ্গে দেওয়া মানবাধিকার বিষয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দেয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার এক বিবৃতিতে একথা বলেন।

তিনি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীনে গঠিত গণতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ক পরিষদের (সি.ডি.আর.এস.) নেতৃবৃন্দের প্রতি মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং দেশটির মানবাধিকার কমিশন পুনর্বহালের আহবান জানান।

মিজ আরবার বলেন, সি.ডি.আর.এস. কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন অধ্যাদেশ সমাবেশ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার এবং বিনাবিচারে গ্রেফতার ও আটক থেকে মুক্ত থাকার অধিকারসহ বেশকিছু সংখ্যক মৌলিক মানবাধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তিনি এসব অধিকারের সর্বোচ্চ চর্চা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

জাতীয় মানবাধিকার কাউন্সিল (এন.এইচ.আর.সি.) ভেঙ্গে দেওয়ার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন থাইল্যান্ড নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ বেশকিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির পক্ষ। তিনি দেশটির আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সি.ডি.আর.এস এর প্রতি আহ্বান জানান।

জাতিসংঘ সংস্কার কাজ অব্যাহত রাখতে ৭৭ জাতি গ্রুপকে আনানের আহ্বান

২২ সেপ্টেম্বর- জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের গোষ্ঠী-৭৭-এর প্রতি উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার-এ তিনটি স্তম্ভ-এর ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ সংস্কারের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন জাতিসংঘ বেশ খানিকটা অগ্রগতি অর্জন করলেও, এটিকে আরো কার্যকর ও সক্রিয় করতে আরো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।

তিনি বলেন, প্রায় দশ বছর পুর্বে আমি যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন জাতিসংঘের সাহায্য যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের নিকট এর সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। এর অর্থ আমাদের কখনই ভুলে গেলে চলবে না আপনাদের জাতির লোকেরাই জাতিসংঘে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যপদে প্রতিনিধিত্ব করছে।

তিনি বলেন, আমি আমার কাজ অনেকখানি অসমাপ্ত রেখেই এ সংস্থা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের তিনটি মৌলিক স্তম্ভের প্রতি সমান গুরুত্ব ও মনোযোগ প্রদান করে এমন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিতেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ তিনটি স্তম্ভকে যাতে আমাদের সমষ্টিগত কল্যাণের পুর্বশর্ত হিসেবে স্বীকার করা হয়, এগুলোর একটি অন্যটিকে ত্বরান্বিত করে এবং একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। আমি প্রার্থনা করি আপনারা এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে অগ্রগতির অর্জনের পথে এগিয়ে যান। কেবল জাতিসংঘের জন্য নয়, বরং নিজ জাতির লোকেদের জন্যও।

তিনি তার দীর্ঘদিনের বাণী পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, সংস্কার কোন ঘটনা নয়, এটি একটি প্রক্রিয়া। সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন গত এক দশকে এ সংস্থা পুর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় আরো কার্যকর, জবাবদিহিতমুলক ও সু-সমন্বিত হয়েছে।

তিনি বলেন, বিশেষত গত বছরের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ফলে অর্জিত অগ্রগতি পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে এক প্রকৃত মাইলফলক স্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে তিনি শান্তি বিনির্মাণ কমিশন, কেন্দ্রীয় জরুরি সহায়তা তহবিল (সি.ই.আর.এফ.), গণতন্ত্র তহবিল, সন্ত্রাস দমনে সমন্বিত কৌশল গ্রহণ এবং মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার কথা উলে-খ করেন।

জনাব আনান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলকে (ইকোসক) আরো কার্যকর করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এটি উন্নয়ন নীতিকে সমন্বয় ও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংগঠন। তিনি কিছু পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ দৈনিক ২ ডলারেও কম অর্থে জীবন ধারণ করে এবং পরিসংখ্যান ১০ বছর পুর্বেও একই ছিল।

সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এমডিজি), যা প্রণীত হয়েছে অনেকগুলো সামাজিক ব্যধি দুর করার জন্য, টার্গেট সময়সুচির কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বকে সঠিক জায়গায় আনতে সাহায্য করতে একটি একটি করে লক্ষ্য ধরে, এক এক অঞ্চলে, ইকোসক সদস্যদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে, ভুল সংশোধন করতে হবে, অগ্রগতিকে স্বাগত জানাতে হবে, নতুন সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ সংস্কারের জন্য আহ্বান করতে হবে।

৭৭ জাতি গ্রুপের, যাতে প্রকৃতপক্ষে ১৩২টি উন্নয়নশীল দেশ ও চীন রয়েছে, উদ্দেশ্যে বক্তৃতা শেষ করতে জনাব আনান এ বিষয়ের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে আজকের ৩০তম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বার্ষিক বৈঠকে তিনি মহাসচিব হিসেবে শেষ বারের মত বক্তব্য রাখছেন, আগামী ডিসেম্বরে তার মেয়াদ শেষ হবে। জাতিসংঘ সচিবালয়ের সংস্কারের ব্যাপারে তিনি পুনরায় গুরুত্বারোপ করেন।

সচিবালয়ের সততা ও কার্যকারিতার ওপর জাতিসংঘের বৈধতা ও দক্ষতা নির্ভর করে। সচিবালয়কে আরো কার্যকর, আরো দক্ষ ও আরো জবাবদিহি করতে ব্যাপক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের জন্য 'শীর্ষ সম্মেলন ফলাফল' একটি নীল নকশা প্রদান করে এবং এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে। আমি আশা করি আপনারা এ ফলাফল বাস্তবায়নে সাহায্য করবেন, যাতে আপনাদের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা স্বাক্ষর করেছে।

** ** **